হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্কুল শিক্ষক নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইউনুস আলী (৫০) নামের এক স্কুল শিক্ষক নিহত হয়েছে। নিহত ইউনুস আলী উপজেলার কন্যাদহ মনির উদ্দিন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও একই গ্রামের মনির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

গত সোমবার রাতে নিজ বাড়ী থেকে বের হয়ে তারাবির নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার পথে স্থানীয় গোরস্থান মোড়ে পৌছালে একটি মোটরবাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন, পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থায় অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রক্তক্ষরণ জনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। হরিণাকুন্ডু উপজেলা শিক্ষক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, নিহত স্কুল শিক্ষকের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহর হরিণাকুন্ডুতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন -২০০৯ উদযাপন উপলক্ষে অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার-২০২২ পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুস্মিতা সাহা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব জিয়াউল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারি কমিশনার (ভুমি) সেলিম আহম্মেদ, হরিণাকুন্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান,জোড়াদহ কলেজ অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী,হরিণাকুণ্ডু প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা জামাল হোসেন সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও মিডিয়া কর্মীবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ২৪’শ কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্তরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম। সেসময় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সদর উপজেলার দুই হাজার ৪ শ’ জন কৃষককের মধ্যে প্রত্যেককে বিঘা প্রতি ৫ কেজি আউশ ধানের বীজ, ২০কেজি ডিএপি ও ১০কেজি এমওপি সার বিতরন করা হয়। এই সহযোগীতার মাধ্যমে কৃষকরা উৎপাদন খরচ কমিয়ে অধিক পরিমানে আউশ ধান ফলাতে পারবেন বলে জানান অতিথিরা।

মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

অন্যের জমি জাল করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি ও খারিজ, সরকারি অর্পিত সম্পত্তি নিজের নামে রেজিস্ট্রি, অন্যের জমি নিজের দাবি করে মামলা করে হয়রানিসহ প্রতারণামুলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত মীর কামরুজ্জামান ওরফে লেনিন। মীর কামরুজ্জামান মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের মৃত মীর লুৎফর রহমানের ছেলে।

প্রতারণা মূলক কর্মকাণ্ড করতে কখনো পরিচয় দেন হাইকোট বা জজকোর্টের আইনজীবী, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবার কখনো সাংবাদিক। মূলত তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরিরত অবস্থায় অসাদাচরণ করার দায়ে চাকরিচ্যুত হন। তাকে ঠক ও প্রতারক নামেই চেনেন এলাকাবাসী। তার প্রতারণার শিকারে কয়েকটি পরিবার পড়েছে বিপদে। আদালতে ঘুরতে ঘুরতে তারা হচ্ছেন নি:স্ব। এমনকি জাল খারিজের জমির কাগজ স্থানীয় কৃষি ব্যাংকে জমা দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। যা খেলাপি হিসেবে গণ্য করেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

তার প্রতারণা থেকে বাঁচতে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা সহকারী কমিশনার ও থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত কামরুজজামান ওরফে লেনিনের দাবি ভুলে দলিলে অ্যাডভোকেট লেখা হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ধানমণ্ডি শাখায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এখন আর করিনা। বর্তমানে আজকের দর্পণের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি বলে তিনি দাবি করেছেন।

বিভিন্ন অভিযোগ, কাজপত্র ঘেঁটে ও সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, কামরুজ্জামানের প্রতারণা থেকে বাঁচতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছেন আজগর আলী ও আব্দুল মান্নান। আজগর আলী স্থানীয় ইউপি সদস্য।

আবেদনে তারা বলেছেন, মীর কামরুজ্জামান তার দুই ভাইয়ের জমি জাল করে রেজিস্ট্রি করে নেয়। যার দলিল নম্বর ৯০৯৩/১৪। একই দলিলে খতিয়ান ১৯৯৬ এর ৪৭০২ দাগ সম্বলিত লুৎফর রহমান শাহ্র ১৫ শতক জমিও জাল করে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এছাড়াও একই দলিলে

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার মেহেরপুর নামে পক্ষে আর এস রেকর্ডকৃত সম্পতি দাগ ৪৪৪৪, ৪৪৫০ (১৯ শতক) এবং ৪৭০২(০২ শতক) যা ঐ সময়কার গাংনীর সাব রেজিস্টার আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে নিজ নামের দলিলে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান।

মীর কামরুজ্জামানের প্রতিবেশী মারজুয়া খাতুনের কাছে ৪ শতক এবং তহমিনা খাতুন নামের একজনের কাছে ৫ শতক জমি বিক্রি করেন তার বাবা লুৎফর রহমান। পরে রোজিফা খাতুন ও তার স্বামী মো: কালু তহমিনার কাছে থেকে ওই ৫ শতক জমি ক্রয় করে বসবাস করে আসছেন। এছাড়া বানুয়ারা খাতুনের স্বামী আব্দুল মান্নানকে জেলা প্রশাসন থেকে ভুমিহীন হিসেবে ৪ শতক জমি ৮৫৮৩ নম্বর দলিল মূলে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। যার নম্বর ১৪২/১২/২০০৪-২০০৫। এই তিনজনের জমি, সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের জমি এবং আমজাদ শাহ ও শরিকদের জমি ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এর মধ্যে সবগুলো জাল করে রেজিস্ট্র করতে পারলেও সরকারের রেকর্ডকৃত জমি খারিজ করতে পারেননি।

অভিযোগে আরো জানা গেছে, গ্রামের ইউপি সদস্য আজগার আলীর ৬৬ শতক আবাদি জমি জাল কাগজ বানিয়ে নিজের নামে করে নিয়ে করিয়ে নিয়েছেন মীর কামরুজ্জামান। ২ টাকা চার আনা মূলের ১৯৫০ সালের (বাংলা ১৩৫৭) একটি এক পাতার জাল বন্দবস্তের কাগজ বানিয়ে ১৪ বছর ধরে হয়রানি করানো হচ্ছে তাকে। ওই জমি নিয়ে মেহেরপুরের সহকারী জজ আদালত এবং জেলা জজ আদালত থেকে ২টি মামলার রায় পক্ষে পেয়েছেন আজগার আলী। তবুও হয়রানি করা ছাড়েননি লেলিন, পরে তিনি রিভিশন দায়ের করেছেন উচ্চ আদালতে। উচ্চ আদালত স্থিতিবস্থার আদেশ দিয়েছেন। যা দেখে জেলা জজ আদালতের জিপি শাজাহান আলী প্রত্যায়নে বলেছেন, যার দখলে আছে তার দখল বজায় থাকবে।

তেরাইল গ্রামের মৃত লুৎফর রহমান শাহর ছেলে আমজাদ শাহ বলেন, আমার দাদা, বাবা, চাচারা এই জমিতে বাস করেছেন। আমার বয়সও ৬২ বছর। হঠাৎ করি শুনছি ২০১৪ সালে মীর কামরুজ্জামান জমি জাল রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। মাস খানেক আগে আমরা জানতে পেরে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ করেছি। অভিযোগ করায় কামরুজ্জামানের লোকজন আমাদের হাত পায়ে ধরে বলে কাউকে জানাইও না। আমরা ঠিক করে দেবো। আমরা এখন বিপদে আছি। আমরা এর বিচার চাই।

ভুক্তভুগি আজগার আলী জানান, আদালতের নির্দেশে জমিতে চাষ করতে গেলেও কামরুজ্জামান পুলিশ দিয়ে হয়রানি করছে। যে কারণে বাধ্য হয়ে

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছি।

ভুক্তভোগী রোজিফা খাতুন বলেন, প্রায় ১০ বছর আগে তহমিনার সাথে ৫ শতক জমি কিনেছি। কিন্তু ওই জমি লেনিন (কামরুজ্জামান) জাল করে খারিজ করে নিয়েছে। ওই খারিজ বাতিলের আবেদন করেছি এসিল্যান্ডের কাছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, জমি কেনার ৩ বছর পর মীর কামরুজ্জামান আমাকে বলছিলো তোমার জমিটা আমাকে ফেরত দাও। আমি ভিতরের জমি তোমাকে দিচ্ছি। আমরা গরীব মানুষ, খেয়ি না খেয়ি এই জমি কিনেছি। আমার জমি অল্প হোক। আমি এই পজিশনের জন্য ভেতর থেকে চলে এসেছি, আমি এখানেই থাকব, ওই জমি আমি নেবো না।

ভুক্তভোগী মারজুয়া খাতুন বলেন, আমরা কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের কাছে থেকে ৪ শতক জমি কিনেছি প্রায় ৩০ বছর আগে। এখন শুনছি আমাদের জমিও মীর কামরুজ্জামান জাল করে খারিজ করে নিয়েছে। আমরা কাগজ তুলে দেখছি এই অবস্থা। এছাড়া নানা ধরণের অত্যাচার করে কামরুজ্জামানের পরিবারের লোকজন।

ভুুক্তভোগী আব্দুল মান্নানের স্ত্রী বানুয়ারা খাতুন বলেন, আমাকে সরকার ৪শতক জমি বন্দোবস্ত দিয়েছে। এটা নিয়েও কামরুজ্জামান মামলা করে হয়রানি করছে। আমি অনেক কষ্ট করে লোন করে জমি খারিজ করছি। লোনের টাকা দিতে পারিনি। আমার কষ্ট দেখে লোন কোম্পানীর (এনজিও) অফিসার ২ হাজার টাকা মাফ করে দিয়েছে, সে আর টাকা নেইনি। আমরা কামরুজ্জামানের বিচার চাই।

অভিযুক্ত মীর কামরুজ্জামান বলেন, কয়েকটি দলিলে ভুলে অ্যাডভোকেট লেখা হয়ে গেছে দলিল সংশোধন করার মামলা করেছি। এছাড়া আমজাদ শাহ্দের জমি গুলো ভুলে আমার ভাই, বোন ও মা আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। এছাড়া ভুলে আরো কয়েকজনের জমি আমার নামে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। ওই দলিল বাতিলের জন্যও আদালতে আমার ভাই মামলা করেছেন। তবে আজগর আলীর জমিটা নিজেদের বলে দাবি করেছেন তিনি।

এদিকে মামলার নথিতে উল্লেখ, ভাইদের জমি জাল করে রেজিস্ট্র করে নেওয়ায় তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
এ ব্যাপারে গাংনীর সহকারী কমিশনার ভূমি (এসি ল্যাণ্ড) নাজমুল আলম,পিএএ বলেন, কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আবেদন পাওয়ার পর আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করেছি। আপাতপক্ষে বাদিপক্ষের আবদেনে সত্যতা

আছে বলে মনে হচ্ছে। তদন্তে মীর কামরুজ্জামান যথাযথ কাগজপত্র দাখিল করতে না পারলে তার খারিজ বাতিল করা হবে।

এছাড়া সরকারের অর্পিত সম্পত্তিও মীর কামরুজ্জামান রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন তবে সেটি খারিজ করতে পারেননি। সেটিও তদন্ত করা হবে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে এই প্রতারণা গুলো করেছেন বলে কাগজপত্রে মনে হচ্ছে। প্রতারণার দায়ে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।(চলবে…)

দর্শনায় স্ত্রীর উপর অভিমানে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর: হাসপাতালে ভর্তি

দর্শনায় স্ত্রীর উপর অভিমানে হৃদয় (২০) নামের এক স্বামী নিজের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। এতে মারাত্বকভাবে আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার বাসষ্ট্যান্ড মান্দার ডাক্তার পাড়ার মতিয়ার রহমানের হৃদয়। সোমবার বেলা ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে শরীরে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের বাসষ্ট্যাড পাড়ার হৃদয় গত কয়েকমাস পূর্বে বিয়ে করে পৌর এলাকার দক্ষিন চাদপুর গ্রামে।

বিয়েরপর কয়েকদিন ভালো গেলেও সম্প্রতি তার স্ত্রীর সাথে মনমালিন্য সৃষ্টি হয়। এরই একপর্যায় সোমবার সকালে পারিবারিক কলহের জেরধরে তার স্ত্রী বাবার বাড়িতে চলে যায়।

স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় হৃদয়ের মন খারাপ করে প্রথমে বেশ কয়েকটি ঘুমের ট্যাবলেট খায়, তারপর নিজের শরীরে আগুন জালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে।

এসময় তার ঘরে আগুন দেখে প্রতিবেশীরা দ্রুত ছুটে এসে ঘরের টিন কেটে তাকে উদ্ধার করে। এসময় হৃদয়ের শরীরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ বন্ধু সংগঠন যুব সাহায্য সংস্থার সদস্য কামাল উদ্দিন আহাম্মেদ সান্টু অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দমুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্তাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি,উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক

কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফসার সাঈদ হাসান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেলা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা রহমার।

দামুড়হুদা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামউপজেলা আনসার ও জিডিপি কার্যালয়ের প্রশিক্ষক রাফেজা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হয়রত আলী, হাউলি ইউপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, নাটুদহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, পারকৃষ্টপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ফিল্ড সুপার ভাইজার মারিয়া মাহবুব সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধান,বিজিবি প্রতিনিধি সহ কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্তাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয় । এসময় উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার বিষয় তুলে ধরে দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বক্তারা।

দর্শনায় ওয়ার্ড যুবদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ১,২ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার পর দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ পৌর বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে চাঁদপুর, বাসষ্ট্যান্ড-মোহাম্মদপুর ও রামনগর-কলেজপাড়া এলাকার তথা ১,২ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

দর্শনা পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দর্শনা পৌর বিএনপির সম্মতিক্রমে ও দর্শনা পৌর যুবদলের নেতৃত্বে এ ওয়ার্ডগুলোর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত ১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটিতে আক্তার হোসেন কে আহ্বায়ক ও সামারুল বাবু, একলাচ, বাবু, হাসেম ফকির, নুরুজ্জামানকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আসাদুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২ নম্বর ওয়ার্ডে সাইফুল্লাহ আল মামুনকে আহ্বায়ক ও শফি, মাসুম, জিতু, সাইদ, হারুনকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং আনোয়ারুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৬ নম্বর ওয়ার্ডে খায়রুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুক্তার হোসেন, মাসুদ রানা, সুলতান, হেলালকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং জিয়াউল হক কে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন, সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন ও যুবদলের নেতা- মিল্টন, সোহেল তরফদার, আপু, জাহান, শাহিন আলম সহ নেতা-কর্মীবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন বছরকে স্বাগত জানতে ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পহেলা বৈশাখ আনন্দে মাতবে সারাদেশের মতোই দামুড়হুদা উপজেলা।

এ লক্ষ্যে সোমবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদযাপন উপলক্ষে এক

প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন, বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে বাংলা নববর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দিনটি বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশ বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বাংলা বছরকে।

কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁদের পুরানো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তাঁরা নতুন -পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরচারিত এ অনুষ্ঠানে আজও পালিত হয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম,উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবীর ইউসুফ,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন,নির্বাচন অফিসার ইসহাক আলী,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে জাহান ববি,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ওসি তদন্ত আমান উল্লাহ আমান।

মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আযূব আলী, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা রাফেজা, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হয়রত আলী, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হাউলি ইউপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম,পারকৃষ্টপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম,

নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিউল ইসলাম শফি সহ উপজেলার সকল দপ্তরের দপ্তর প্রধান ও বিজিবি কর্মকর্তাগণ।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনে প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রতিবারের ন্যায় এবাও বর্ণাঢ্য আযোজনে উদযাপনের জন্য দামুড়হুদায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়।

এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা, লাঠিখেলা, কুইজ, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ দুইদিন ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পৃথক পৃথক ভাবে বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি উদযাপিত হবে।

সভার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ যথাযথ মর্যাদায় পালন এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে পালনের লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতার কামনা করেছেন।

মুজিবনগরে দিনে দুপুরে মোটরসাইকেল চুরি

মুজিবনগরে উপজেলার দারিয়াপুর বাজার সংলগ্ন জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার এর সামনে থেকে দিনে দুপুরে লাল রঙের একটি পালসার মোটরসাইকেল যার নম্বর (মেহেরপুর -ল ১১৫১০৯) চুরি হয়ে গেছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আব্দুর রফিকের ছেলে ইয়াছির হামিদ কাঁচা বাজার করার উদ্দ্যেশে দারিয়াপুর বাজারে এসে জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার দোকানের সামনে মোটরসাইকেলটি রেখে কাঁচা বাজার করার উদ্দ্যেশে বাজারের ভিতরে প্রবেশ করে। বাজার শেষে ১০/১৫ মিনিট পরে এসে দেখে মোটরসাইকেলটি যথাস্থানে নেই।

এ সময় জোয়াদ্দার মিষ্টান্ন ভান্ডার এর মালিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, কতো জন আসে যায় আমি খেয়াল করি নাই। তাহলে হয়তো

চুরি হয়ে গেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মোটরসাইকেলটি আর পাওয়া যায়নি এ বিষয়ে মোটর সাইকেলের মালিক সাথে কথা বললে তিনি জানান মোটরসাইকেলটি খোঁজ অব্যাহত রয়েছে এবং মুজিবনগর থানা পুলিশকে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে তারাও খোজাখুজি করছে। না পাওয়া গেলে আগামীকাল মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দেব।

মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল বলেন আমরা শুনেছি এবং পুলিশ খোঁজ অব্যাহত রেখেছে এ বিষয়ে এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি হয়তো অভিযোগ টা পরে দেবে।

হরিনাকুন্ডু উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসি’র মতবিনিময়

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার নবাগত ওসি মো.সাইফুল ইসলামের সঙ্গে হরিণাকুন্ডু উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুর ১২টায় উপজেলা প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নবাগত ওসি মো.সাইফুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। পুলিশ ও সাংবাদিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, চাঁদাবাজিসহ সব অপরাধ কমে যাবে।

মতবিনিময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম মাহফুজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. জাফিরুল ইসলাম,নির্বাহী সদস্য শাহানুর আলম,সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব মোর্শেদ শাহিন প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান উদয়, প্রচার সম্পাদক শিশির পারভেজ, ক্রীড়া সম্পাদক বীর বশির আহমেদ,

যুগ্ম সসাধারন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, কোষাধ্যক্ষ রেজাউল ইসলাম, উপজেলা প্রেস ক্লাব সদস্য মিলন, মিল্টন, তৌহিদ, রাশেদ, হ্যাপি প্রমুখ।